দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

163

শিক্ষাঙ্গন

সফল সাক্ষরতা প্রকল্প

বাংলাদেশে এ যাবত স্থায়ী সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। অথচ প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। কারণ স্বাক্ষর, শিক্ষিত ও কর্মকুশল জনগণ ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রাইমারী শিক্ষার ব্যর্থতার জন্য (৬-১০ বয়সী সব ছেলে-মেয়ের মাত্র ৫·০৫% জন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে) নিরক্ষরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জন্মহারের চেয়ে শিক্ষা হারও কম।

তরুণ ও বয়স্ক নিরক্ষরদের আমরা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করতে পারি। (১) স্কুলে না পড়া ৮-৩৫ বয়সী নিরক্ষর, (২) ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণী পড়া, স্কুলত্যাগী আধা স্বাক্ষর, (৩) আর ৩৬-৪৫ বয়সী নিরক্ষর। এদের সবার জন্যই সাক্ষরতা আবশ্যক।

নিরক্ষরের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮৫ ভাগ। তাদের মধ্যে ভূমিহীনদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। কৃষি কাজে ও কায়িক শ্রমের উপর এদের জীবিকা। উপার্জনের বহুবিধ উপায় থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের অভাবে তারা দারিদ্র্য, পীড়িত, অভুক্ত। সাক্ষরতা তথা জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হলে তারা সচেতন ও স্বাবলম্বী হতে সচেষ্ট হয়।

বিগত জিয়া সরকারের উনিশ দফার নবম ধারা ছিল ইউনিয়নভিত্তিক সাক্ষরতা প্রকল্পের প্রস্তাব। শুরু হবার আগেই বর্তমান সরকার গণশিক্ষা আন্দোলন চালিয়ে দেয় এবং ব্যর্থতার জন্য '৮২ সালে তা পরিত্যক্ত হয়। তার পর কথা আর কথা চলছে, কাজ শূন্য।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশী সাহায্যে এখানে ওখানে ছিটে-ফোটা কাজ করছে। কল-জল বুদবুদের মত। অথচ নিরক্ষরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে. সমস্যাও গুরুতর হচ্ছে।

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার রাজারগাঁ (উঃ) ইউনিয়ন ১৯৭৮-৭৯ সালে ইউনিয়নভিত্তিক একটা সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ করে এবং এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক। ইউনিয়নের তিনটি হাই স্কুল, একটি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়, একটি সিনিয়র মাদ্রাসা ও তেরটি প্রাইমারী স্কুল কেন্দ্রিক এ প্রকল্প। নেতৃত্ব তিনটি হাই স্কুল ও প্রাইমারী স্কুল প্রধানদের। প্রত্যক্ষ কর্মী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। বাড়ীর ও প্রতিবেশী নিরক্ষর মা-বোন-ছেলে-মেয়েদের স্বাক্ষরকরণ তাদের দায়িত্ব। সেবাধর্মী কাজ।

এ আদর্শ নেয়া হয়েছে কেস্ট্রোর কিউবা থেকে, যেখানে এক বছরে হাই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা সব নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করেছে। দ্বিতীয় আদর্শ ভারতের কেরালা থেকে। সেখানকার জেলা শিক্ষা অফিসার মিঃ পাতিল হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে গ্রামের নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করান— শিক্ষার সংগে সেবার আদর্শে। তা অব্যাহতভাবে চলছে এবং কেরালায় শিক্ষার হার শতকরা ৮০'র উর্ধ্বে, ভারতে সর্বোচ্চ তৃতীয় তানজানিয়ার তাবেরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্কুল অঞ্চলকে নিরক্ষরতা মুক্ত করে ইউনেসকোর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এরা সবাই আদর্শ।

রাজারগাঁও ইউনিয়নে তিনটি হাই স্কুল রাজারগাঁও, শশির কোট ও সেনাপুর। হাই ও প্রাইমারী (১৩) স্কুল প্রধানদের নেতৃত্বে কাজ চলছে। ফল শুভ উৎসাহব্যঞ্জক। যেখানে বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ১৯·৭ (১৯৮১'র আদম শুমারী অনুযায়ী) জন, সেখানে ১৯৮৬ সালে রাজারগাঁও (উঃ) ইউনিয়নের শিক্ষাহার ৬৪·০৩ জন। অত্যন্ত আশার কথা, ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়ীতে সাক্ষরতার জন্য বই ও পাঠলিপি বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকের হাতে বই পৌঁছেছে। সদ্য স্বাক্ষরগণ যাতে অর্জিত পাঠাভ্যাস ভুলে না যায়, সহজ ভাষায় লিখিত বই পড়তে পায়, তজ্জন্য প্রতিটি স্কুলে একটি করে সর্বমোট ১৮টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। বই নতুন পড়

হয়েছে, তাতে 'মোট বই ২০০০ হাজারের অধিক। এমনিভাবে একটা সুন্দর ব্যবস্থার উদ্ভব করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ১৯৯০ সালের মধ্যে ইউনিয়ন থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সার্বজনীন প্রাইমারী শিক্ষা জোরদারকরণ যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো নিরক্ষর না থাকে। প্রকল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিচালন ও নির্দেশনায় রয়েছেন ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নিবেদিত প্রাণ শিক্ষা সেবক।

—মোহাম্মদ আবদুল কদ্দুস,
(অবঃ এ ডি পি আই
বয়স্ক শিক্ষা)